ট্রান্স ওয়ার্ল্ড রেডিও পুরুষদের জন্য প্রার্থনা ক্যালেণ্ডার, মার্চ ২০২৪

১. বিভ্রান্তি নেই - আমাদের বিভ্রান্ত করে তোলার মতো এত বিষয় আছে, প্রার্থনা করি যেন আমরা এমন মানুষ হতে পারি যাতে আমাদের ব্যক্তিগত সময়ের অগ্রাধিকার আমরা ঈশ্বরের নিকটবর্তী হওয়ার জন্য দিতে পারি। "কিন্তু তোমরা প্রথমে তাঁহার রাজ্য ও তাঁহার ধার্ম্মিকতার বিষয়ে চেষ্টা কর, তাহা হইলে ঐ সকল দ্রব্যও তোমাদিগকে দেওয়া হইবে।" (মথি ৬:৩৩)।

২. রূপান্তর - জগৎ আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে যাতে আমরা তার মতো হতে পারি। প্রার্থনা করি যেন সবাই ঈশ্বরের বাক্যে নিজেদের পরিবর্তন করে রূপান্তরিত হতে পারি। "আর এই যুগের অনুরূপ হইও না, কিন্তু মনের নূতনীকরণ দ্বারা স্বরূপান্তরিত হও; যেন তোমরা পরীক্ষা করিয়া জানিতে পার, ঈশ্বরের ইচ্ছা কি, যাহা উত্তম ও প্রীতিজনক ও সিদ্ধ।" (রোমীয় ১২:২)।

৩. বশীভূত হওয়া - বিভ্রান্তির অর্থ হলো আকর্ষণ হারানো। যখন ঈশ্বরকে অন্বেষণ করার বিষয় আসে, প্রার্থনা করি যেন তখন আমরা আমাদের আত্মিক বিষয়ের প্রতি গভীর পদক্ষেপ নিতে পারি। "অতএব তোমরা ঈশ্বরের বশীভূত হও; কিন্তু দিয়াবলের প্রতিরোধ কর, তাহাতে সে তোমাদের হইতে পলায়ন করিবে।" (যাকোব ৪:৭)।

4. ঈশ্বরের আশ্রয় - মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ঈশ্বরের উপস্থিতির একটি নিরন্তর অনুভূতি গড়ে তোলার জন্য প্রার্থনা করি। "যে ব্যক্তি পরাৎপরের অন্তরালে থাকে, সে সর্ব্বশক্তিমানের ছায়াতে বসতি করে।" (গীতসংহিতা ৯১:১)।

৫. ঈশ্বরের বাক্য - প্রভু, আমাদের হৃদয়ে আপনার বাক্য সংগোপন করে রাখার জন্য আমাদের আকাঙ্খা এবং নিয়মবর্তিতা দান করুন। "তোমার বচন আমি হৃদয়মধ্যে সঞ্চয় করিয়াছি, যেন তোমার বিরুদ্ধে পাপ না করি।" (গীতসংহিতা ১১৯:১১)।

৬. প্রকৃত উত্তমতা - "হে প্রভু যীশু, আমি ভেবেছিলাম যে আমি উত্তম, কারণ আমি উত্তম কাজ করছিলাম। এখন আমি উপলব্ধি করি যে সত্যিকারের সমস্ত উত্তমতার উৎস একমাত্র আপনার কাছ থেকে আসে। আমি এখন স্বীকার করি যে মানুষের যে কোনো উত্তমতা যা আমি অর্জন করেছি সবই নিছক মলিন বস্ত্র ছাড়া কিছু নয়। আমার মধ্যে দিয়ে যখন আপনি আপনার জীবন যাপন করেন তখন আমাকে উত্তম কাজ করতে সক্ষম করুন।" (মথি ১৯:১৭,২৬)

৭. একটি ঈশ্বর বিষয়ক - "হে প্রভু ঈশ্বর, আমার মনে হয় আমি একটি অচলাবস্থার মধ্যে আছি। নতুন ভাবে শুরু করার একটা নতুন উপায় বলে দিন। যেখানে কোনো পথ নেই সেখানে আপনাকে একটি পথ করে দিতে বলি। আমি আপনাতে আর আমার জন্য আপনার পথে নিজেকে সমর্পণ করি। পথের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য আমাকে ক্রমাগত আপনার প্রতি লক্ষ্য করতে দিন।" (যিশাইয় ৪৩:১৯)

৮. প্রধান শিক্ষক - "হে প্রভু, আমি একজন উত্তম শিষ্য হতে কত চেষ্টা করেছি, কিন্তু আমি শোচনীয় ভাবে ব্যর্থ হয়েছি। এখন আমি বুঝতে পেরেছি যে একজন উত্তম শিষ্য কেবল আপনিই করতে পারেন। আপনিই হচ্ছেন উত্তম শিক্ষক এবং একমাত্র আপনি আমাকে উত্তম

শিষ্য করতে পারেন। দয়া করে, আমার দ্বারা আপনার জীবন যাপন করুন। আমাকে একজন সত্য শিষ্য করে তুলবার জন্য, আপনাকে ধন্যবাদ দিই।" (মথি ৫:১-২)

৯. প্রকৃত ধার্মিকতা - "হে প্রভু, অন্য কোনো কিছুর থেকে আপনার জন্য আরও মরিয়া হয়ে উঠতে আমাকে অনুপ্রাণিত করুন। আপনার ধার্মিক জীবনের জন্য আমাকে ক্ষুদার্থ ও তৃষ্ঞার্ত হতে দিন। আমি উপলব্ধি করি যে যখন আপনি আপনাতে পূর্ণ হয়ে থাকি তখন আমার প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু আমার আছে। আমি আপনার ধার্মিক জীবন দিয়ে আমাকে ভরে দিতে বলি। আপনার জীবন দেওয়ার জন্য আর আমার সমস্ত প্রয়োজন সাধন করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিই।" (মথি ৫:৬)

১০. শান্তি স্থাপনকারী - "হে ঈশ্বর, দ্বন্দ ও বিবাদে ভরা এই জগতে, আমরা শান্তি পেতে মরিয়া হয়ে আছি। আপনি একমাত্র হলেন শান্তির উৎস এবং প্রকৃত শান্তি স্থাপনকারী। আমি সমস্ত নেতিবাচক, তর্কমূলক মনোভাবকে প্রত্যাখ্যান করি যা আমার জীবনে আপনার শান্তিকে বাধা দেয়। আমাকে আপনার আত্মায় পূর্ণ করুন আর আমাকে শান্তি স্থাপনকারী করে তুলুন। (মথি ৫:৯)

১১. ঘৃণা - "কিন্তু তোমরা যে শুনিতেছ, আমি তোমাদিগকে বলি, তোমরা আপন আপন শত্রুদিগকে প্রেম করিও; যাহারা তোমাদিগকে দ্বেষ করে, তাহাদের মঙ্গল করিও।" (লূক ৬:২৭)। ঘৃণার উৎপত্তি যাই হোক না কেন, এই তীব্র অপছন্দ যা অন্যদের নির্মূল করতে উৎসাহিত করে, তা মন্দ শক্তির কাছ থেকে আসে। যীশু ঈশ্বরের পথ প্রদর্শন করেছেন। তাঁর আত্মার দ্বারা চালিত একজন মানুষ হতে প্রার্থনা করি আর ঈশ্বরীয় প্রেমের প্রতিসংস্কৃতিতে বাস করতে প্রস্তুত হই।

১২. ক্ষমা - "কিন্তু তোমরা যদি লোকদিগকে ক্ষমা না কর, তবে তোমাদের পিতা তোমাদেরও অপরাধ ক্ষমা করিবেন না।"(মথি ৬:১৫)। ক্রুশের উপরে কাজের একটা নতুন বোধশক্তির জন্য আর আমার পাপের যে বিশাল বোঝা খ্রীষ্ট ক্ষমা করেছেন তার জন্য প্রার্থনা করি। তাহলে ক্ষমা করা এবং অন্যের জন্য আমাকে যে একই অনুগ্রহ দিয়েছেন সেটা প্রসারিত করা অনেক সহজ হবে।

১৩. ভজনা - "প্রকৃত ভজনাকারীরা আত্মায় ও সত্যে পিতার ভজনা করিবে।" (যোহন ৪:২৩)। যখন একটি সংস্কৃতি বাইবেলের চরমতাকে প্রত্যাখ্যান করে আর ব্যক্তিগত অধিকারে ঠিক বা বেঠিক আগে থেকে বেছে নিতে দেয়, তখন সেটা মূর্তি পুজো হয়ে যায়। যখন আপনি নম্রভাবে যীশু খ্রীষ্টে প্রকাশিত ঈশ্বরের সত্যের প্রতি অঙ্গীকার করেছেন তখন আপনি আত্মার ভজনাকারী হয়ে যান।

১৪. জ্ঞান - "যে কেহ সতর্ক, সে জ্ঞানপূর্ব্বক কর্ম্ম করে; কিন্তু হীনবুদ্ধি মূর্খতা বিস্তার করে।" (হিতোপদেশ ১৩:১৬)। শিক্ষা বা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যা তথ্য জানা যায় সেটাই হলো জ্ঞান। আপনার হৃদয়ে প্রবেশ করার জন্য ঐশ্বরীয় প্রজ্ঞার জন্য যাচ্ঞা করুন, যাতে আপনি বুঝতে পারেন আর আপনার পরিবারে এবং যেখানে ঈশ্বর আপনাকে রেখেছেন সেখানে একজন বিচক্ষণ নেতা হতে পারেন।

১৫. মৎসধারী - "যীশু তাঁহাদিগকে কহিলেন, আমার পশ্চাৎ আইস, আমি তোমাদিগকে মনুষ্যধারী করিব।"(মার্ক ১:১৭)। মহাসাগরে হারিয়ে যাওয়া একটি মাছের মতো পাপ একজন মানুষকে তার সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে দূরে নিয়ে যায়। যীশু যাতে সমস্ত মানুষকে নিজের কাছে আকর্ষিত করতে পারেন তার জন্য তিনি ক্রুশে প্রাণ দিয়েছিলেন(যোহন ১২:৩২)। মনুষ্যধারী হতে যে কৌশলের দরকার হয় সেটা তাঁর কাছে শিক্ষা পেতে প্রার্থনা করুন।

১৬. পুনর্জন্ম - “মনুষ্য বৃদ্ধ হইলে কেমন করিয়া তাহার জন্ম হইতে পারে?” (যোহন ৩:৪)। পাপ ও অপরাধে মৃত মনুষ্যের পুরাতন আত্মা শুধুমাত্র একটি আশ্চর্য্যক্রিয়ার দ্বারাই নতুন জীবন নিয়ে আসতে পারে। আর সেই কারণেই আমাদের পাপের মূল্য দিতে যীশু ক্রুশের উপরে প্রাণ দিয়েছিলেন। তাঁর প্রতি বিশ্বাসের মাধ্যমে, আমরা নতুন জীবন লাভ করি আর ঈশ্বরের পরিবারে জন্মগ্রহণ করি। আপনি কি নতুন জন্ম লাভ করেছেন?

১৭. লাভ - যারা পরিশ্রমী ও দক্ষ তাদের পুরস্কৃত করার একটি ভালো উপায় হলো লাভের জন্য পণ্য ও পরিষেবা বিনিময় করা। অর্থ যা ক্রয় করতে পারে জীবন তার চেয়ে অনেক বেশী কিছু। সুতরাং, ঈশ্বরের রাজ্যের অনন্তকালীন মূল্যবোধের জন্য প্রথমে আপনার হৃদয়কে বিনিয়োগ করুন। “কারণ মনুষ্য যদি সমুদয় জগৎ লাভ করিয়া আপনাকে নষ্ট করে কিম্বা হারায়, তবে তাহার লাভ কি হইল?” (লূক ৯:২৫)।

১৮. প্রাপ্তবয়স্কতা - পরিচালনার অভাবের কারণে অনেক অপ্রাপ্তবয়স্কদের উন্নয়নমূলক মাইলফলক বাদ চলে যায় আর বড় হয়ে উঠতে ভয় পায়। উত্তেজনা সহকারে প্রাপ্তবয়স্কতা অন্বেষণ করতে আপনার সন্তানদের সাহায্য করুন। “আমি যখন শিশু ছিলাম, তখন শিশুর ন্যায় কথা কহিতাম, শিশুর ন্যায় চিন্তা করিতাম, শিশুর ন্যায় বিচার করিতাম; এখন মানুষ হইয়াছি বলিয়া শিশুভাবগুলি ত্যাগ করিয়াছি।” (১ করিন্থীয় ১৩:১১)।

১৯. বিশ্বাসের প্রতিরোধ - জীবন হচ্ছে ঠিক আর বেঠিকের মধ্যে বেছে নেওয়ার অবিরত সুযোগ। শাস্ত্রের মাধ্যমে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য আমাদের অনন্তকালীন শৈল্য আছে আর যে কোনো আত্মিক যুদ্ধ করার জন্য আত্মিক অস্ত্র আছে। সেটা বিশ্বাস করুন! প্রভু আপনার সহায়! মন্দ জনের বিপক্ষে প্রভুর সহযোগে আপনি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেন! “তোমরা বিশ্বাসে অটল থাকিয়া তাহার প্রতিরোধ কর। (১পিতর ৫:৯)।

২০. ক্রোধ - “কারণ মনুষ্যের ক্রোধ ঈশ্বরের ধার্ম্মিকতার অনুষ্ঠান করে না।” (যাকোব ১:২০)। আপনি যদি একজন উগ্রপ্রকৃতির ব্যক্তি হন, তাহলে আপনার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লড়াই শুরু করুন। আপনি যখন খ্রীষ্টের শিষ্য হওয়ার জন্য সমর্পণ করবেন তখন আপনার ইচ্ছার উপরে বিজয়ের জন্য প্রার্থনা করুন। বিশ্বাস করুন যে তিনি আপনার ক্রোধের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিতে পারেন।

২১. অতি অল্প - “কেননা জীবনে যাইবার দ্বার সঙ্কীর্ণ ও পথ দুর্গম, এবং অল্প লোকেই তাহা পায়।” (মথি ৭:১৪)। আপনি যদি সুসমাচার প্রচারে অনুরাগী হন আর মানুষকে খ্রীষ্টের দিকে আসতে দেখেন, যদি অতি অল্প মানুষ আপনার আহবানে সারা দেয় তাহলেও হতোদ্দম হবেন না। আপনি, একটি পরিষ্কার পাত্র হওয়ার জন্য প্রার্থনা করুন। আপনার মাধ্যমে খ্রীষ্টের জীবন প্রতিফলিত হতে অনুমতি দিন।

২২. শাসন - “ধার্ম্মিকেরা বর্দ্ধিষ্ণু হইলে প্রজাগণ আনন্দ করে, কিন্তু দুষ্ট লোক কর্ত্তৃত্ব পাইলে প্রজারা আর্ত্তস্বর করে”(হিতোপদেশ ২৯:২)। সুসমাচারের বিস্তার নৈতিক মূল্যবোধকে উন্নীত করে এবং ধার্মিক জীবনযাপনকে উৎসাহিত করে। প্রত্যাশার বার্তাবাহক হন আর প্রার্থনা করুন সঠিক কী তা জানতে যাঁরা কতৃত্বে আছেন আর ঈশ্বরের ভয়ে যাঁরা শাসন করেন তাঁদের জন্য প্রার্থনা করুন।

২৩. শক্তগ্রীব - “যে পুনঃ পুনঃ অনুযুক্ত হইয়াও ঘাড় শক্ত করে, সে হঠাৎ ভাঙ্গিয়া পড়িবে, তাহার প্রতীকার হইবে না।”(হিতোপদেশ ২৯:১)। প্রকৃত পুরুষত্ব হলো শক্তিকে বিয়ন্ত্রণ করা আর অন্যের মঙ্গলের জন্য সেটা ব্যবহার করা। কিন্তু মানুষের সমস্ত প্রচেষ্টা ত্রুটিপূর্ণ, আর

আমাদের সকলের সংশোধনের প্রয়োজন হয়। প্রার্থনা করুন যেন অণুযুক্ত হলে প্রকৃত নম্রতায় সমর্পণ করতে পারেন। শক্তগ্রীব হবেন না!

২৪. মুক্তি - "তাহাদিগকে উদ্ধার কর, যাহারা মৃত্যুর কাছে নীত হইতেছে, যাহারা কাঁপিতে কাঁপিতে বধস্থানে যাইতেছে, আহা! তাহাদিগকে রক্ষা কর।"(হিতোপদেশ ২৪:১১)। বিশ্বব্যাপী যৌন ব্যবসা আর মহিলাদের প্রতি গার্হস্থ্য নির্যাতন হচ্ছে দিয়াবলের কাজ। খ্রীষ্ট প্রত্যেক নারীর জন্য স্বাধীনতা ও সম্মান আনতে চান। এমন একজন মানুষ হন যিনি সচেতন ভাবে তাঁদের মুক্তি প্রচার করেন।

25. বাধাজনক পাপ - "...আমরাও সমস্ত বোঝা ও সহজ বাধাজনক পাপ ফেলিয়া দিয়া..."(ইব্রীয় ১২:১)। "মন্দতা প্রবল না হওয়া পর্য্যন্ত সহনশীলতা প্রচার করে", এই উক্তিটি আমাদের সমাজ আর আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের জন্য প্রযোজ্য। আপনার সিদ্ধান্তের বিষয় জ্ঞানবান হন, এবং পবিত্র জীবনের জন্য স্থিরীকৃত হন, কারণ বিনা পবিত্রতায় কেউ ঈশ্বরকে দেখতে পাবে না।

২৬. সমর্পণ করা - "ঈশ্বর তাহাদিগকে অনুচিত ক্রিয়া করিতে ভ্রষ্ট মতিতে সমর্পণ করিলেন" (রোমীয় ১:২৮)। যে ব্যক্তি পবিত্র আত্মার আবেদন প্রত্যাখ্যান করে তার জন্য সবচেয়ে মন্দ যা ঘটতে পারে সেটা হলো ঈশ্বরের হাতে সমর্পিত হওয়া। সতর্ক হন! সংবেদনশীল হৃদয়ের জন্য প্রার্থনা করুন এবং প্রভুর ক্ষুদ্র স্বরের প্রতিও বাধ্য হওয়া অভ্যাস করুন।

২৭. তথাপি - "তথাপি আমি সদাপ্রভুতে আনন্দ করিব, আমার ত্রাণেশ্বরে উল্লাসিত হইব" (হবককূক ৩:১৮)। ঈশ্বরের পথভ্রষ্ট লোকদের জন্য ঈশ্বরের চিরন্তন উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে দুঃখকষ্ট ও ক্লেশের সময়। তা সত্ত্বেও, হবককূক ভাববাদীর মতো আমরাও তাঁর উপর সর্বদা নির্ভর করতে পারি। আপনার কঠিন পরিস্থিতি সত্ত্বেও আপনি ঈশ্বরকে সম্মান করতে দৃঢ়সঙ্কল্প করুন।

২৮. তাপিত - "কারণ আমার চিত্ত তাপিত হইল, আমার মর্ম্ম বিদ্ধ হইল; আমি মূর্খ ও অজ্ঞান, তোমার কাছে পশুবৎ ছিলাম" (গীতসংহিতা ৭৩:২১-২২)। অন্যায় সহ্য করে এবং মন্দকে শাস্তি না পেতে দেখে তাপিত হওয়া সহজ হয়ে পড়ে। সেই সমস্ত মুহূর্তে, নতজানু হন, এবং আপনার অনুভূতি এবং মানসিক আবেগের নির্দেশ থেকে মুক্ত হতে প্রার্থনা করুন।

২৯. ধর্মধামে - "যাবৎ আমি ঈশ্বরের ধর্ম্মধামে প্রবেশ না করিলাম, ও তাহাদের শেষ ফল বিবেচনা না করিলাম" (গীতসংহিতা ৭৩:১৭)। ঈশ্বর এমন ভজনাকারীর অন্বেষণ করেন যিনি আত্মায় ও সত্যে তাঁর ভজনা করেন। তাঁর উপস্থিতিতে থাকার জন্য সময় করে নিন এবং শাস্ত্র ও প্রার্থনার মাধ্যমে আপনার সঙ্গে কথা বলতে তাঁকে শুনুন। জীবনে প্রকৃত পক্ষে কী গুরুত্বপূর্ণ সেটা তিনি আপনাকে বুঝিয়ে দেবেন।

৩০. ভরনপোষণ - প্রভুর প্রতি বিশ্বস্ততায়, আমরা আমাদের জীবনের জন্য তাঁর যত্ন অনুভব করি। কারণ বাইবেলের নীতি সংরক্ষণ করতে গিয়ে যখন ক্ষতি হয়, প্রভু বিশ্বস্ত ভাবে তাঁর সন্তানদের প্রয়োজন মিটান। ২ বংশাবলি ২৫:৯ বলে, "সদাপ্রভু আপনাকে ইহা অপেক্ষা আরও প্রচুর দিতে পারেন।" প্রভু, সাহায্য করুন যেন আমরা বিচক্ষণ হতে পারি আর দুর্নীতি ও সহযে লাভ করা এড়াতে পারি!

৩১. শান্তি - টাকা-পয়সা শোধ করা, কর্মক্ষেত্রে বিরক্তি, কাজ শেষ করা, কত কিছু আমাদের চাপের মধ্যে রাখে আর প্রিয়জনের সামনে আমাদের প্রতিক্রিয়া বিস্ফোরক হতে পারে। হিতোপদেশ ১৫:১ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়: "কোমল উত্তর ক্রোধ নিবারণ করে, কিন্তু

কটুবাক্য কোপ উত্তেজিত করে”। প্রভু আমার মধ্যে বাস করেন, আমি যেন মাংসের প্রেরণায় নয় কিন্তু আত্মায় সাড়া!